দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

চবিতে আড়াই বছর ধরে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের কোন কমিটি নেই

■ রিয়াজ রায়হান, চবি সংবাদদাতা ■

দুই বছরের অধিককালের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি নিয়ে চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ দুটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল। সংগঠন দুটির বর্তমান কমিটির অধিকাংশেরই ছাত্রত্ব নেই। জরুরি অবস্থার কারণে ছাত্রদলের কয়েক নেতা ক্যাম্পাসে যাতায়াত করলেও মাঠে নেই কোন সক্রিয় কর্মী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটি ঘোষণা করা হয় ২০০৫ সালের ১৩ মে। কমিটি গঠনের কিছুদিন পর সভাপতি কাজী মাজহার কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মনোনীত হয়ে ঢাকায় চলে যান। তারপর থেকেই অভিভাবক শূন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ। এখানকার সংগঠনটি মূলত দুটি গ্রুপে বিভক্ত। একটি সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর অনুসারী গ্রুপ অন্যটি মহানগর আওয়ামী লীগ আজম নাছিরের অনুসারী গ্রুপ। এদের মধ্যে রয়েছে আবার বেশ কয়েকটি উপগ্রুপ। যার ফলে গত তিন বছরে হাতেগোনা কিছু নেতা ছাড়া বাকীরা নিষ্ক্রিয়ই থেকেছেন সাংগঠনিক কার্যক্রমে।

সম্প্রতি ঘরোয়া রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় সংগঠনের ভেতর থেকে নতুন কমিটি গঠনের জোর দাবি উঠেছে। এ নিয়ে ত্রিমুখী চাপের মধ্যে পড়েছেন বর্তমান নেতারা। একদিকে নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে জরুরি বিধিমালায় মামলা, অন্যদিকে ক্যাম্পাসে শিবিরের রক্তচক্ষু সাথে নতুন কমিটির দাবি-- সব মিলিয়ে নেতাদের ত্রাহি অবস্থা। নতুন কমিটিতে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদের দৌড়ে যারা এগিয়ে আছেন তাদের মধ্যে মেয়র গ্রুপের বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক বদরুল আহমেদ বিদ্যুৎ, যুগ্ম-সম্পাদক মিজানুর রহমান, আনিসুজ্জামান ইমন, উৎপল অধিকারী শাওন এবং আ.জ.ম নাছির গ্রুপ থেকে সহ-সভাপতি আবুল মনসুর জামশেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, আহিদুর রশিদ, আতাউর রহমান মঞ্জু অন্যতম। নতুন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, কর্মীরা নতুন নেতৃত্ব চায়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে শীঘ্রই পদক্ষেপ নিবেন বলে আশা করছি। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদও অনুরূপ মন্তব্য করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক সময়কার আরেকটি বৃহৎ ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় থাকা কালে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে বর্তমান কমিটি গঠন করা হয়। এমআর চৌধুরী মিল্টনকে সভাপতি ও ফজলুর রহমান সুমনকে সেক্রেটারী করে তখন ৮১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এ সংগঠনটিতে রয়েছে বিএনপি নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান ও মীর নাছিরের অনুসারী দুটি গ্রুপ। গ্রুপিংয়ের কারণে ছাত্রদলেও বিভক্তি ছিল স্পষ্ট। জরুরি অবস্থা জারির পূর্বেই সভাপতির ছাত্রত্ব শেষ হওয়ায় তিনি কোন অনুষ্ঠান ছাড়া বাকী সময় ছিলেন ক্যাম্পাসের বাইরে। গত দুই বছরে বর্তমান কমিটির সহ-সভাপতি মো. ইলিয়াস ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তৌহিদুল ইসলাম ছাড়া বাকী নেতারা-কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলে জানালেন কর্মীরা। ক্যাম্পাসে এ সংগঠনটির গুটিকয়েক নেতাকে দেখা গেলেও সক্রিয় কোন কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যায় না বলে কয়েক নেতা অভিযোগের সুরে ইত্তেফাককে বলেন। ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার পর ছাত্রদলের যারা ক্যাম্পাসে রয়েছেন তারা শীঘ্রই নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। বর্তমান সভাপতি মিল্টন চৌধুরী ইত্তেফাককে বলেন, যারা দলের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও মেধাবী তাদের দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব নতুন কমিটি ঘোষণা করা হোক। কমিটি গঠন হলে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা যাবে বলে জানালেন বর্তমান নেতারা।